“হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীনকে শুধরে দিন যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী

আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: “হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীনকে শুধরে দিন যা আমার সকল
কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে শুধরে দিন যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে শুধরে দিন যাতে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি করুন এবং মৃত্যুকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণদায়ক করুন।”
[সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি দোয়া করেছেন যাতে তিনি উত্তম চরিত্রের নীতিগুলি একত্রিত করেছেন যা সম্পূর্ণ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে; তা হল দ্বীন, দুনিয়া ও আখিরাতের শুদ্ধতা। এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি পরিপূর্ণ অর্থবোধক এই তিনটির শুদ্ধতাকে বাছাই করেছেন এবং তিনি দ্বীনের শুদ্ধতা দিয়ে শুরু করেছেন। বস্তুত এর মাধ্যমে দু’টি জগত পরিশুদ্ধ হয়। তিনি বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি আমার দীনকে শুধরে দিন), যেমন আমাকে এর আদবসহ সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণভাবে পালন করতে তাওফিক দান করুন। (যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী) এবং আমার সমস্ত বিষয় রক্ষাকারী, যদি আমার দ্বীন কলুষিত হয়, আমার সকল বিষয় কলুষিত হবে এবং আমি ব্যর্থ হব এবং হেরে যাব। কারণ দুনিয়ার শুদ্ধতা ছাড়া দ্বীনের কাঙ্খিত শুদ্ধতা অর্জন করা যায় না, তিনি বলেন: (আমার পার্থিব জীবনকে শুধরে দিন) আমাকে দান করে শরীরের সুস্থতা, নিরাপত্তা, রিযক, নেককার স্ত্রী, নেক সন্তান, আমার যা প্রয়োজন, যা হালাল হবে এবং আপনার ইবাদতে যা সাহায্যকারী হবে। অতঃপর তার শুদ্ধতা প্রার্থনা করার ওযর বয়ান করেছেন; যেমন বলেছেন: (যাতে আমার জীবিকা রয়েছে) এবং আমার বসবাসের স্থান ও জীবনের মুহূর্তগুলো। (আমার পরকালকে শুধরে দিন যাতে আমার প্রত্যাবর্তনস্থল) এবং আপনার সাক্ষাতের জন্য আমার প্রত্যাগমন রয়েছে আর তা হল নেক আমলের শুদ্ধতা এবং ইবাদত ও ইখলাসের ওপর বান্দার জন্য আল্লাহর তাওফিক এবং সুন্দর পরিসমাপ্তি। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার পর আখিরাতকে উল্লেখ করেছেন। কারণ, দুনিয়া পরকাল শুধরানোর উপায়। যে নিজের দুনিয়াকে আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক সঠিক রাখল তার আখিরাত তার জন্য ঠিক থাকবে এবং সে তাতে সুখী হবে। (আমার হায়াত) বয়স দীর্ঘ করে দিন (প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি করুন) যেখানে অনেক নেক আমল করব, (এবং মৃত্যুকে) তার দ্রুত আসাকে (প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণদায়ক করুন) যেমন ফিতনা, কষ্ট, পাপ দ্বারা পরীক্ষা ও গাফিলতি থেকে মুক্তি এবং দুনিয়ার কষ্ট ও তাঁর চিন্তা থেকে পরিত্রাণ এবং আরাম হাসিলের উপায় করুন।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/5482